অসুস্থ প্রবীণ নেতার পাশে বিজেপি নেতৃত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ প্রবীণ বিজেপি নেতাকে দেখতে হুগলির তারকেশ্বরে এলেন রাজ্যের সহসভাপতি কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, রাজ্য বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের সহসম্পাদক গণেশ চক্রবর্তী। ৮৫ বছর বয়সী তারকেশ্বরের প্রাক্তন বিজেপি মণ্ডল সভাপতি বিল্ল মঙ্গল খাঁড়া দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত সমস্যা ও পায়ের আঘাতে ইনফেকসন হয়ে তারকেশ্বরের তুল্যান গ্রামে বাড়িতে বিছানায় শয্যাশায়ী। বিজেপি নেতা তাই তৃণমূল আমলে জোটেনি বার্ধক্য ভাতার মতো কোনও ব্যবস্থা। চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য নেই। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ারও কেউ নেই। পরিবারের একমাত্র প্রতিবন্ধী অবিবাহিত ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে সংসার। মেয়েদের ও পরিচিতদের দেওয়া দানে কোনক্রমে সংসার চলে। দীর্ঘ এক বছর বিছানায় শয্যাশায়ী থাকলেও এক সময় দলের প্রধান কান্ডারির খোঁজ নিতে আসেননি কেউ। এক সময় সাইকেল নিয়ে দলীয় কর্মসূচীতে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ছুটে বেড়িয়েছেন নিঃস্বার্থভাবে যে মানুষটি তাঁকে দেখার আজ কেউ নেই। দীর্ঘদিন পরে দলীয় শীর্ষ নেতৃত্ব বাড়িতে অসুস্থ নেতাকে দেখতে এলে মানসিক জোর পান তিনি। এদিন অসুস্থ বিজেপি নেতাকে দেখার পরে বিজেপি নেতা গণেশ চক্রবর্তী বলেন, আজ আমরা অসুস্থ নেতার শারীরিক অবস্থা দেখলাম। দুই-একদিনের মধ্যেই একজন ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আসব। ওনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং পরিবারের নির্দেশ অনুযায়ী চিকিৎসা করাব আমরা। এক সময়ের লড়াকু নেতার এই রকম পরিণতি দেখে আমাদের চোখে জল আসছে। এই প্রথম খবর পেয়ে আমরা ছুটে এলাম। অনেক আগেই অসুস্থ নেতার পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্বদের।

১৬৯ বছরের পুরানো গোঘাটের হাজরা বাড়ির দুর্গাপুজো

সঞ্জীব ঘোষ, গোঘাট ঃ হুগলি জেলার গোঘাট থানার শ্যামবাজার পঞ্চায়েতের মামুদপুর গ্রামে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে জমিদার প্রতাপচন্দ্র হাজরা জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল নারায়ণ হাজরা। তখন জমিদার প্রথা চালু ছিল। নারায়ণবাবুর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে প্রতাপচন্দ্র জমিদারির হাল ধরেন। ১৮৮০ সালে শিহড়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর দর্শন হয়। তখন থেকেই তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের আনুগত্য লাভ করেন। এরপর প্রতাপচন্দ্র ঋণগ্রস্ত অবস্থায় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও বৃদ্ধা মাকে রেখে কলকাতার দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আশ্রয় নেন। দক্ষিণেশ্বরে তিনি 'হাজরা মশাই' নামে পরিচিতি লাভ করেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে তিনি প্রায় আড়াই বছর কাটান। এরপর ঠাকুর তাঁকে নিজের বাড়িতে ফিরে যেতে বলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে তখনই তিনি ইষ্টদর্শনের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নাকি এও বলেছিলেন মৃত্যুকালে তাঁর দর্শন পাবেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে, বাংলার ১৩০৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে ৬৪ বছর বয়সে প্রতাপচন্দ্র নিজের গ্রামে লোকান্তরিত হন। অন্তিম সময়ে 'এই তাঁর (রামকৃষ্ণের) রূপ দেখছি' বলতে বলতে তিনি দেহত্যাগ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবিতকালে কথামৃতকার 'শ্রীম' কামারপুকুর দর্শনে এসে তাঁর বাড়িতে দুর্গাপুজোর সময় উপস্থিত ছিলেন। তখন থেকে দুর্গাপুজোর রীতি মেনে এখনও মৃন্ময়ী মূর্তি স্থাপন করা হয় এবং দুর্গামাকে ডাক সাজের বদলে মাটির সাজে সাজানো হয়। যিনি ঠাকুর তৈরি করেন করেন তাঁর পূর্বপুরুষ থেকে বংশপরম্পরায় এই কাজ করে আসছেন। পরিবর্তে ঠাকুরের নামে কিছু জমি চাষ করেন। যাঁরা ঢাক বাজান তাঁদেরও জমি দেওয়া আছে। তাঁরাও একইভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। পুরোহিতও এখানে একই পরিবার থেকে বংশপরম্পরায় পুজো অর্চনা করে আসেন।

প্রতাপচন্দ্র হাজরার ১০০ বিঘার মতো সম্পত্তি এখনও বর্তমান। গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন দিকে পুজোর কদিন পুজো মণ্ডপে মানুষের ঢল নামে। আগেকার দিনের সামিয়ানা এখনও ব্যবহার করা হয়। এমনকি বৈদ্যুতিক আলোর বদলে এখনও পুরানো আমলের হ্যাজাক লাইট ব্যবহার করা হয়। পুজোর সময় প্রতাপচন্দ্রের পরিবারের সমস্ত সদস্য গ্রামের বাড়িতে এসে এক সঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠেন। পুজোর জন্য সমস্ত খরচ প্রতাপচন্দ্রের জমিজিরাগা, পুকুর চাষ থেকে আসে। পরিবারের ২৯টি অংশিদার মিলে এই পুজোর আয়োজন করে থাকে। পরেশ হাজরা, উত্তম হাজরা প্রমুখরা জানান, এই পুজোর সূচনা হয়েছিল ১২৫৬ সালে। তখন থেকে মা দুর্গা পুজিত হন। একই পরিবারের শিল্পীর হাতে প্রতিমা তৈরি হয়ে আসছে। টিনের চাল সংস্কার করে পাকার দেওয়াল তৈরি করা হয় ১৩৯৩ সালে। তারও আগে ছিল খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির ঘর। এমনকি তালপাতার ছাউনি দিয়েও এক সময় পুজো হয়েছে। পুজোর আগে কলকাতায় বসবাসকারি অলোক হাজরা সপরিবারে এখানে আসেন। পরিবারের সদস্যরা জানালেন, এখানে মোট তিনটি ছাগ বলি হয়। অষ্টমীর দিনে একটি ও নবমীর দিন দুটি। প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী এখানে পুজো হয়ে আসছে। পূর্বপুরুষদের মুখ থেকে জানা গেছে, এখানে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব পুজো দেখতে এসেছিলেন। পুজো আরম্ভ হয় ষষ্ঠীর দিন। আগে একসঙ্গে পুজোর দিনগুলিতে খাওয়া দাওয়া হতো। কিন্তু এখন একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাওয়ায় প্রত্যেকেই নিজের বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করেন। দূরদূরান্ত থেকে বিভিন্ন গ্রামের মানুষ এখানে পুজো দেখতে হাজির হন।

সৃজন সঙ্গীত সন্ধ্যা মাতালেন 'গায়ক' মেহেবুব

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ 'কতদিন পরে এলে একটু বসো' এই গানে সঙ্গীত সন্ধ্যার অনুষ্ঠান মাতিয়ে তুললেন হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি মেহেবুব রহমান। মাত্র ক'দিন আগেই তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য জেলার সর্বোচ্চ আসনে বসেছেন। তারপরেই হুগলির আরামবাগ রবীন্দ্রভবনে এক সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে তাঁকে পাওয়া গেল অত্যন্ত হাল্কা মেজাজে। রীতিমতো মাইক্রোফোন হাতে সুরেলা কণ্ঠে মাতিয়ে দিলেন অনুষ্ঠান। শুধুমাত্র প্রশাসক হিসাবেই নয়, গানেও যে তিনি কম পারদর্শী নয়, এদিন তাঁর গায়কী ভঙ্গিমা ও সুরেলা কণ্ঠস্বর প্রমাণ রেখে গেল। আরামবাগের সৃজন সঙ্গীত বিদ্যালয়ের এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, জেলা পরিষদের সদস্য রমেন প্রামানিক, খানাকুল ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি নইমুল হক, বাচিক শিল্পী পলাশ ভাণ্ডারী প্রমুখ। এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। আর ছিলেন ওই বিদ্যালয়ের কচিকাঁচা শিক্ষার্থীরা। তারা তাদের কণ্ঠে বেশ কিছু মিষ্টি গান উপহার দেয়। এপ্রসঙ্গে সংস্থার কর্ণধার সাগরিকা বসু বলেন, এবছর আমাদের বিদ্যালয় ১৩ বছরে পা রেখেছে। কয়েক বছর ছাড়া ছাড়াই আমরা এধরনের অনুষ্ঠান করে থাকি। মূলত তরুণ শিক্ষার্থীদের সকলের সামনে আসার সুযোগ করে দিতেই এই উদ্যোগ।

বাংলা মতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বাংলার ১২২৭ বঙ্গাব্দের ১২ আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সেই অনুসারে প্রতিবছর এই দিনে বাংলা গদ্যের জনক এবং 'বর্ণপরিচয়' প্রণেতা বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালন করে আসছে হুগলির আরামবাগের প্রাচীনতম সাহিত্য সংস্থা আরামবাগ সাহিত্য ও শিল্প পরিষদ। এই বছরও পরিষদ বাংলা তারিখ মেনে গত ১২ আশ্বিন আরামবাগের একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের ১৯৯তম জন্মদিন পালন করেন। বক্তারা এই মহান কর্মব্রতী সমাজ সংস্কারকের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি শিক্ষাবিদ সেখ হাসান ইমাম। প্রধান অতিথি আরামবাগের শিল্পগুরু হরিপ্রসাদ মেদ্দা বিদ্যাসাগরের জীবন ও আদর্শকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন রাখেন। স্বাগত ভাষণ দেন পরিষদের সম্পাদক বিভাংশু দত্ত। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ তুষার পালধি, প্রাক্তন দুই অধ্যাপক অসিত ঘোষাল ও রবীন্দ্রনাথ হাজরা, অধ্যাপক মুক্তিপ্রকাশ রায়, বাচিক শিল্পী মদন বারিক শিক্ষাবিদ আশিসবরণ সামন্ত প্রমুখ। এদিনের অনুষ্ঠানের মুখ্য আয়োজক কবি সুনীল চক্রবর্তী বিদ্যাসাগরের আসন্ন দ্বিশত জন্মদিবস উপলক্ষ্যে একটি মূর্তি নির্মাণ ও বিদ্যাসাগরকে নিয়ে সারা বছর বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য সবার কাছে আবেদন রাখেন। প্রাসঙ্গিকতার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করেন বাচিক শিল্পী পিনাকী সেন।

মল গ্রুপের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ রবিবার হুগলির আরামবাগের জয়রামপুরের ডিহিবায়রা গ্রামে মল গ্রুপের বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এখানে এল এফ এস ব্রোকিং, শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এই সংস্থার সি ই ও জিয়ারুল রহমান, ডাইরেক্টর আনারুল ইসলাম, দিলীপ কুমার মাইতি, সৌরভ অধিকারী এবং মিউচুয়াল ফান্ড বিশেষজ্ঞ তেজস্ব উপকার। এবিষয়ে জিয়ারুল রহমান জানান, বর্তমানে শেয়ারের জন্যই ভারতের অর্থনীতি মেরুদণ্ড দাঁড়িয়ে রয়েছে। সকল মানুষকে শেয়ার বাজারে বেশি করে বিনিয়োগ করার দরকার আছে। তাতে দেশের অর্থনীতি অনেক উন্নতি হবে। আগে শুধুমাত্র শহরাঞ্চলে শেয়ার বাজার নিয়ে কাজ করা হত। কিন্তু বর্তমানে গ্রামে গ্রামে এই শেয়ার বাজারের কাজকর্ম চলছে। আমাদের মোট ৯টি রাজ্যে ১৪০টি ব্রাঞ্চ আছে। এখানে সমস্ত গ্রাহক পূর্ণ সহযোগিতার সঙ্গে শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পারেন। ভবিষ্যতে আমরা অন্য রাজ্যগুলিতে ব্রাঞ্চ চালাতে চলেছি।

প্রধানশিক্ষিকা-সভাপতি দ্বন্দ্বে স্তব্ধ স্কুলের উন্নয়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া ঃ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ও পরিচালন কমিটির সভাপতির মধ্যে বিবাদ ছিল দীর্ঘদিনের। এবারে অভিভাবক ফোরামের স্মারকলিপি কর্মসূচীর পর তা প্রকাশ্যে চলে এলো। বিদ্যালয়ের উন্নয়ন আটকানো নিয়ে একে অপরের দিকে সরাসরি তোপ দাগলেন। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি হুগলির পাণ্ডুয়া রাধারানী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা কাবেরী সরকার ও পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা পাণ্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য অসিত চ্যাটার্জীর মধ্যে দীর্ঘদিনের বিবাদ। যার জেরে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন শিকেয় উঠেছে। একটি মিটিং পর্যন্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। যা নিয়ে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে অভিভাবক ফোরামের মধ্যেও। এর আগে একাধিকবার মৌখিকভাবে জানিয়েও কোনও কাজ না হওয়ায় শনিবার ফোরামের পক্ষ থেকে দশ দফা দাবি ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষিকাকে ডেপুটেশন দেওয়া হল। অভিভাবক ফোরামের বক্তব্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারা নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যালয়ে আসেন না, ছাত্রীদের সংখ্যা অত্যধিক হওয়া সত্ত্বেও মাইকের ব্যবস্থা নেই, নেই অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, সর্বোপরি ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশিত হয়নি। যার জন্য তাঁরা মূলত পরিচালন কমিটির সভাপতি অসিত চ্যাটার্জীকেই দায়ী করে এদিন স্মারকলিপি দেন। অন্যদিকে ফোরামের বেশ কয়েকটি দাবি দাওয়াকে সমর্থন করে প্রধান শিক্ষিকা কাবেরী সরকার সভাপতি অসিত চ্যাটার্জীকেই দায়ি করেন। তিনি বলেন, আমি মিটিং ডাকলে সভাপতি আসেন না। আবার তিনিই একই কারণে সেই মিটিং ডাকেন। পাশাপাশি কাবেরীদেবী বলেন, সভাপতির কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে অপদস্থ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে অসিত চ্যাটার্জীর পাল্টা দাবি, প্রধান শিক্ষিকা এলাকার প্রাক্তন সিপিএম বিধায়কের স্ত্রী। উনি সর্বদা মিথ্যা অভিযোগ করেন। ওনার জন্যই বিদ্যালয়ের উন্নয়ন থমকে গেছে।

যারা তৃণমূলের ঝান্ডা বইছে তারাও ভালো নেই ঃ সূর্যকান্ত মিশ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ যারা তৃণমূলের ঝান্ডা বইছে, যারা বিজেপির ঝান্ডা বইছে আমাদের তাদের কাছেও যেতে হবে। কারণ তারাও ভালো নেই। তারাও তো কৃষক, শ্রমিক। তাই আমাদের কাজ তাদেরও পাশে দাঁড়ানো। রবিবার বিকালে হুগলির ডানকুনিতে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র। তিনি ছাড়াও এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম ও তার শাখা সংগঠনগুলির একাধিক নেতৃত্ব। এদিন সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় খুনখুনি চলছে। কোচবিহার থেকে নন্দীগ্রাম সব জায়গাতেই খুনের রাজনীতি চলছে। কিন্তু সেখানে তা বিরোধীরা নেই, তাহলে কেন খুন হচ্ছে তিনি প্রশ্ন তোলেন।

ডানকুনিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ রবিবার সকালে হুগলির ডানকুনি থানার দুর্গাপুর হাইওয়েজে দ্রুত গাড়ি চালানো বন্ধের জন্য চেকিং কর্মসূচী শুরু হয়। আর ঠিক ওই সময়ই এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুর্গাপুর হাইওয়ে পার হওয়ার সময় ট্রাকের ধাক্কায় তিনি নিহত হন। যদিও দুর্ঘটনার পরেই ঘাতক লরিটি পালিয়ে যায়। গাড়িটিকে ধরার জন্য চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট ও হুগলি পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

প্রস্রাব কাণ্ড ঃ আজ চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে ন্যাশনাল কাউন্সিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধনেখালি ঃ ধনেখালিতে ছেলের মাকে প্রস্রাব খাওয়ানোর ঘটনাকান্ডের রেশ গেল দিল্লিতে। আজ দুপুরে কেন্দ্রের কথা অনুসারে ন্যাশনাল কাউন্সিলের মেম্বার জয় ব্যানার্জী ও নাজিয়া খাতুনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল আসছে চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে ওই নির্যাতিত পরিবারের সাথে দেখা করতে। তারপর সেই প্রতিনিধি দল হুগলি পুলিশ সুপার ও জেলাশাসকের কাছে দরবার করবে ওই পরিবারের নিরাপত্তার জন্য।

বন্ধের মুখে ক্রিকেট প্রশিক্ষণ, চিন্তিত অভিভাবকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ সারা বাংলা থেকে ভারতবর্ষের অনেকেরই জানা নেই। হুগলির চন্দননগরের এই ন্যাশনাল ক্লাব থেকে ক্রিকেট প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলা ক্রিকেট দলের ও ভারতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে প্রতিনিধি বা অন্যকোনও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন বহু খুদে ক্রিকেটার। এদের মধ্যে আবার অনেক ক্রিকেটার খেলোয়াড় হয়ে ভারতীয় রেলসহ বিভিন্ন কর্মস্থলে চাকরিও করছেন। সেই চন্দননগর ন্যাশনাল ক্লাবের ক্রিকেট প্রশিক্ষণ প্রায় বন্ধের মুখে। এখানে প্রতিদিন উপস্থিত তিনশো জন খুদে ক্রিকেটারের প্রশিক্ষণ দিতেন ধ্রুবজ্যোতি সাবুই ও প্রদীপ মণ্ডল। এছাড়াও অনেক প্রশিক্ষক। কিন্তু এখানে অনেক খুদে ক্রিকেটার ও তাদের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, আমরা কেউ ভদ্রেশ্বর, কেউ আবার চুঁচুড়া অথবা চন্দননগর আরও দূরদূরান্ত থেকে আমাদের ছেলেদের প্রশিক্ষণ দিতে নিয়ে আসি একটাই কারণে। যেন আমার ছেলে এই প্রশিক্ষকদের মধ্য দিয়ে ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড় অথবা বাংলা দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে তার আশায়। কিন্তু এখন সেই খুদে ক্রিকেটারদের ভবিষ্যত অন্ধকারে। কারণ একটাই, ক্লাবের নিজেদের মধ্যে গণ্ডগোল হবার জন্য প্রশিক্ষকেরা প্রশিক্ষণ দিতে আসছেন না। এর ফলে প্রায় তিনশজনের মতো খুদে ক্রিকেটারদের ভবিষ্যতে কি যে হবে তাই নিয়ে চিন্তিত পরিবারের সদস্যরা। এবিষয়ে দুই প্রশিক্ষক ধ্রুবজ্যোতি সাবুই ও প্রদীপ মণ্ডল জানান, আমাদের হাত দিয়ে তৈরি হয়েছে অনেক ভালো ভালো ক্রিকেটার। যার মধ্যে প্রথমেই নাম করা যেতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট উনিশ দলের ক্রিকেট খেলোয়াড় ঈশান পোড়েল। খুদে বয়স থেকে আমাদের কাছে ক্রিকেট খেলার প্রশিক্ষণ প্রথমে বাংলা দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব।

তারপরই ভারতীয় ক্রিকেট দলের অনূর্দ্ধ উনিশ দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এছাড়াও চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বরে অনেক ক্রিকেট খেলোয়াড় আছেন যাঁরা ভারতীয় রেল বা বিভিন্ন দপ্তরে এবং কলকাতার বড় বড় প্রথম ডিভিশন ক্লাবের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন। কয়েক বৎসর আগে যে ক্রিকেট খেলোয়াড় আমাদের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলা ক্রিকেট দলের ও ভারতীয় রেল ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন তিনি কিনা এখন নিজেকে বড় প্রশিক্ষক বলে পরিচয় দিয়ে অন্যান্য পুরাতন প্রশিক্ষকদের অপমানজনক কথা বলবেন সেটা মেনে নেওয়া যায় না। এছাড়া আরও অন্যান্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারনের জন্য আমরা চন্দননগর ন্যাশনাল ক্লাবের ক্রিকেট প্রশিক্ষণ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলাম। ক্লাবের মধ্যে মনোমালিন্য থেকে সরে থাকাই ভালো। এই বিষয়ে চন্দননগর ন্যাশনাল ক্লাবের সদস্যরা কিছু বলতে চাননি। তবে যাই হোক, এই ঘটনায় হুগলি জেলার চন্দননগর থেকে উত্তর পাড়ায় সমস্ত ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক

আরামবাগ (কোর্ট রোড), হুগলী

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R, M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।